তারিখ ... 16 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক বাংলা

29

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির তদন্ত

সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তের জন্যে একটি কমিটি গঠন করেছেন। প্রধানত সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত এই কমিটির চেয়ারম্যান থাকবেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। নাজুক শিক্ষা পরিস্থিতির সঙ্গে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অথচ জাতীয় প্রগতির স্বার্থে যেসব সংস্থার উপর শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখা অপরিহার্য শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তার অন্যতম।

দীর্ঘস্থায়ী স্বৈরশাসনের ফলে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের সূচনা ঘটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার থেকে মুক্ত নয়। এমনিতে কথায় বলে, মাছের পচন মাথা থেকেই শুরু হয়। সামাজিক অবক্ষয়ও সম্ভবত একই ধারায় শীর্ষ থেকে যাত্রা শুরু করে। এই উপমা থেকেই অনুমেয়, আমরা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোন দৃষ্টিতে দেখে থাকি। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তার পরিণতি সার্বিক ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। এই দুর্নীতি তদন্তের ব্যাপারটা তাই অত্যন্ত জরুরী। আর জনসাধারণের অবাধ ভোটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরাই এমন একটি দায়িত্ব সর্বোচ্চ মান রক্ষা রেখে সম্পন্ন করতে পারেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত কিংবা জুড়ে বসা দুর্নীতির রকমফের আছে। কিছু তার অর্থ আর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত, কিছু সরাসরি শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। সদ্য গঠিত তদন্ত কমিটি ঠিক কোন ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ যাচাই করবেন তা আমাদের জানা নেই। তবে আমরা মনে করি, এ তদন্ত সার্বিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে--সব ধরনের দুর্নীতিই শেষ পর্যন্ত একটি জায়গায় এসে মিলে বা একাকার হয়ে যায়। বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্যে পরীক্ষায় নকলের ব্যাপারটিকেই উদাহরণ হিসেবে নেয়া যায়।

এমনিতে ব্যাপারটি শিক্ষার্থীদের অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত। নকলপ্রবণতা এবং তার প্রবণতাকে সাধারণভাবে অনেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির সঙ্গে এক করে দেখতে চাইবেন না। কিন্তু এ ব্যাপারটিকেও একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা বা দুর্নীতি বলে পরিচিত আচরণটিও অনেক ক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আজকের পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একটি খবর উদ্ধৃত করা চলে। এতে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার কিছু খাতা পরীক্ষকের কাছ থেকে ফেরত এনে নতুন করে লেখার সময় হাতে নাতে ধরা পড়েছে। এমন একটি কাণ্ড কেবল শিক্ষার্থীদের দ্বারাই ঘটতে পারে না। পারেনিও। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট একজন কর্মচারীও নাকি এতে ধরা পড়েন। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

অভিনব কৌশল আর উদ্যোগের দুঃসাহসিকতায় এভাবে নকলবাজীও প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে উঠেছে। নজীর আরো টানা যেতে পারে। তবে তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তদন্ত কমিটি কাজে হাত দিলেই দেখতে পাবেন পচনের বিস্তার এমনই ব্যাপক যে, একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। সূচনাতেই তাই লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে কাজে নামা প্রয়োজন। অন্যথায় তদন্তের লক্ষ্যই যে কেবল বানচাল হবে তাই নয়, সমাধানের পথও কঠিনতর হয়ে উঠবে।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, অতীতেও নানা দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত হয়েছে। তাতে লাভ বিশেষ কিছু হয়নি। এ ধরনের ব্যর্থতা সর্বদাই দুর্নীতির ভিতকে পাকা করে তোলে। আমরা এই তদন্তের সাফল্য কামনা করি বলেই প্রয়োজনীয় সতর্কতার উপর জোর দিতে চাই। সুখ-সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে হলে তার সকল অঙ্গকেই দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।